গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
আইসিটি সেল
www.sylhetdiv.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০১১.৩৬.০০৪.২১.৯৩ তারিখ: ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
১৪ জুন ২০২২

বিষয়: **সিলেট বিভাগে ইনোভেশন শোকেসিং ২০২২ আয়োজনের প্রতিবেদন প্রেরণ।**

সূত্র: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সিপি-৩ শাখা এর ০৯.০৩.২০২২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৯৭.০১.০০৪.২১.২৭ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সিলেট বিভাগে বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন শোকেসিং ২০২২ আয়োজন ইতোমধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজনের প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

১৫-৬-২০২২
ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
বিভাগীয় কমিশনার
ফোন: ০২৯৯৬৬৪৩২৬৬
ইমেইল:
divcomsylhet@mopa.gov.bd

সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০১১.৩৬.০০৪.২১.৯৩/১(২) তারিখ: ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
১৪ জুন ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) উপসচিব, প্রশাসন-৪ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২) সিনিয়র সহকারী সচিব, সিপি-৩ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

১৫-৬-২০২২
ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
বিভাগীয় কমিশনার

সিলেট বিভাগে ইনোভেশন শোকেসিং ২০২২ আয়োজনের প্রতিবেদন

সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবন কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল , নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং সবচেয়ে উপযোগী আইডিয়াকে শনাক্তকরনের মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরির উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের ই -গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২-এর অংশ হিসেবে সিলেট বিভাগে ইনোভেশন শোকেসিং -২০২২ উদযাপন উপলক্ষে গত ০৭ ও ০৮ জুন ২০২২ তারিখে মোহাম্মদ আলী জিমনেসিয়াম , জেলা স্টেডিয়াম, রিকাবীবাজার, সিলেটে ২ দিন ব্যাপী এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। দুইদিন ব্যাপী আয়োজনের অনুষ্ঠান সূচি ছিল নিম্নরূপ:

সময়	অনুষ্ঠান সূচি
৭ জুন ২০২২	
১০.০০-১১.০০টা	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
১১.৩০-১৩.৩০টা	বিভিন্ন দপ্তর/কার্যালয় এর উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ উপস্থাপন
১৫.০০-১৭.০০টা	তথ্য অধিকার বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা
০৮ জুন ২০২২	
১০.০০-১৩.৩০ টা	বিভিন্ন দপ্তর/কার্যালয় এর উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ উপস্থাপন
১৫.০০-১৬.০০টা	ইনোভেশন বিষয়ক ডকুন্টারি/এনিমেশন প্রদর্শন
১৬.০০-১৭.০০টা	সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ

প্রধান অতিথি হিসেবে বিভাগীয় ইনোভেশন শোকেসিং-২০২২ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন অত্র বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আবুল কাশেম মো: মহিউদ্দিন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট রেঞ্জ এর ডিআইজি জনাব মফিজ উদ্দি ন আহম্মেদ, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ এর পুলিশ কমিশনার মো: নিশারুল আরিফ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব শেখ মোমেনা মনি, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) জনাব জাকারিয়া, সিলেট জেলার জেলা প্রশাসক মোঃ মজিবর রহমান , সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগ এর সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মাসুক উদ্দিন আহমেদ , সিলেট জেলা আওয়মী লীগ এর সভাপতি জনাব শফিকুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমি শনার (সার্বিক) জনাব দেবজিৎ সিংহ। অথিতিগণ তাঁদের বক্তব্যে উদ্ভাবনী উদ্যোগ দেশের অর্থনৈতিক ,সামাজিক ও রাজনৈতিক তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নকে কিভাবে ত্বরান্বিত করে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। বক্তারা আরো বলেন, উদ্ভাবনী চিন্তা প্রতিটি কর্ম বা সেবাকে করে তোলে জনবান্ধব এবং জনকল্যাণকর। প্রথাগত সেবার /কাজের ধরণে সামান্য পরিবর্তন করে অথবা ভিন্ন /একদম নতুন ধারণার উদ্ভাবনের মাধ্যমে সরকারি দপ্তর/ প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কাজের মান উন্নয়ন করে জনগনের সেবা পাওয়াকে সহজলভ্য করাই ইনোভেশন শোকেসিং এর মূল উদ্দেশ্য।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার জনাব নাসরিন চৌধুরী ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার জনাব মৌসুমী মান্নান।

সিলেট বিভাগীয় ইনোভেশন শোকেসিং ২০২২ এ অত্র বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান হতে ২৯টি কার্যালয়/প্রতিষ্ঠান/দপ্তর তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ প্রত্যেক স্টলে আগত অতিথি ও দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিলো।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বের সমাপ্তির পর অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে ১১.৩০টায় ডিজিটাল ডিসপ্লেতে বিভিন্ন কার্যালয় /প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে প্রদর্শন শুরু হয়। প্রথমদিন ১২টি প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রদর্শন করে ন। এ সময় মূল্যায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রেজেন্টেশেন শেষে বিকাল ৩.০০টার সময় শুরু হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে বিভাগাধীন প্রত্যেক জেলার বিজয়ী বিতার্কিক দল। বিতর্ক প্রতি যোগিতার ফাইনাল রাউন্ডে অংশগ্রহণ করে সিলেট জেলার জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এবং সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এর বিতার্কি ক দল। বিকাল ৫.০০টার সময় বিতর্ক প্রতিযোগিতা য় অংশগ্রহণকারী দলসমূহের মধ্যে সনদ এবং বিজয়ী ও রানার আ প দলের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) জনাব দেবজিৎ সিংহ।

০৮ জুন সকাল ১০.০০ টায় মূল্যায়ন কমিটির সম্মুখে বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠান তাদের বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন । এদিন ১৭টি প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবনী উদ্যোগ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। উদ্ভাবনী উদ্যোগ উপস্থাপন শেষে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে ইনোভেশন বিষয়ক বিভি ন্ন ডকুমেন্টারি/এনিমেশন প্রদর্শন করা হয়।

বেলা ৩.৩০টায় প্রধান অতিথি, গেস্ট অব অনারসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ও মূল্যায়ন কমিটি প্রতিটি স্টল পরিদর্শন করেন। স্টল পরিদর্শনকালে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর /প্রতিষ্ঠান অথিতিবৃন্দের সম্মুখে তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন, উপরন্ত এই উদ্যোগ কিভাবে সেবা প্রদানের ধরণকে সহজলভ্য করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এ বং কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে সময় ,ব্যয়,দর্শন (TCV) হ্রাস করে সে বিষয়ে তথ্য /উপাত্ত উপস্থাপন করেন।। সেই সাথে বর্তমান উদ্যোগ প্রচলন করে সেবা প্রদান ও মান উন্নয়নে প্রচলিত ধরনের সাথে কতটুকু পার্থক্য সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। পরিদর্শন শেষে সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আবুল কাশেম মো: মহিউদ্দিন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব শেখ মোমেনা মনি , অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) জনাব জাকারিয়া, সিলেট এর জেলা প্রশাসক মোঃ মজিবর রহমান, সিলেট জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন অতিরিক্ত বিভাগীয় ক মিশনার (সার্বিক) জনাব দেবজিৎ সিংহ । অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সিনিয়র সহ কারী কমিশনার জনাব নাসরিন চৌধুরী ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার জনাব মৌসুমী মান্নান।

সমাপনী অনুষ্ঠানে আলোচনা পর্বে বক্তারা বলেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ২০৩০ অর্জন, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দে শের কাতারে পৌঁছে দিতে সরকারের ঐ কান্তিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে কাজ করছে উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ। আমাদেরেক প্রত্যেককে গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে এসে চিন্তা করতে হবে। কিভাবে সেবাসমূহ আরও সুন্দর করা যায় , জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করা যায় সে দিকে মনোযোগ দিতে হবে। সেবা সহজিকরণের জন্য উদ্ভাবিত পদ্ধতি সমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তা ফলপ্রসু হলে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের ধরণকে সহজলভ্য করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে সময়,ব্যয়,দর্শন (TCV)হ্রাসকরণের উপর গুরুত্বারোপ করে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সরকারি দপ্তর /প্রতিষ্ঠানকে সদয় দৃষ্টিপাত করার আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি, গেস্ট অব অনার , বিশেষ অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ইনোভেশন শোকেসিং ২০২২ এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান।

মূল্যায়ন কমিটি উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ **ইনোভেশনের আকর্ষণীয়তা, বাস্তবে কতটুকু প্রয়োগযোগ্য, প্রয়োগের ফলে** প্রচলিত ধরনের সাথে সেবা প্রদানে বাহ্যিকভাবে কতটুকু পার্থক্য সৃষ্টি করেছে , কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যম সময় , ব্যয়, দর্শন (TCV) কতটুকু হ্রাস করেছে **ও উপস্থাপনের কৌশল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে** পূঙ্খানুপূঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষন করে উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের মধ্যে প্রথম স্থান, **দ্বিতীয় স্থান এবং তৃতীয় স্থান নির্বাচন করেন।**

ইনোভেশন শোকেসিং ২০২২ এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের বিভিন্ন আইডিয়া, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও বেস্ট প্র্যাকটিসসমূহ সংক্রান্ত ফলাফল নিম্নরূপ

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ	প্রাপ্ত নম্বর	ফলাফল
জেলা পরিষদ, সিলেট	ডিজিটাল সেবায় জেলা পরিষদ, সিলেট (চার চাকা ব্যাংকিং)	৪১	প্রথম স্থান
উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার	“হাতের মুঠোয়, ঘরে বসে“ অনলাইন ডিজিটাল প্রাণিসম্পদ সেবা” “কাগজবিহীন অফিস ব্যবস্থাপনা” bdvets.com	৪০	দ্বিতীয় স্থান
জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ	অনলাইন ভিত্তিক যানবাহন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম	৩৯	তৃতীয় স্থান

ইনোভেশন শোকেসিং ২০২২ এ অংশগ্রহণকারী ২৯টি প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের বিভিন্ন আইডিয়া, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও বেস্ট প্র্যাকটিসসমূহ মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী উদ্ভাবনী উদ্যোগ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ডিজিটাল সেবায় জেলা পরিষদ, সিলেট (চার চাকা ব্যাংকিং)

চার চাকা ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা নিরাপদ ও দ্রুততম সময়ে পৌঁছে গেছে নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে। প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী তাঁর ভাতা উত্তোলন করতে ব্যাংকে যাওয়া প্রয়োজন। বার্ধক্যেজনিত কারনে/ অসুস্থতার জন্য অনেকেরই ব্যাংকে যাওয়া/ লাইনে দাঁড়ানো অনেক কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। ভ্রাম্যমান ভ্যান গাড়িতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভেরিফিকেশন মেশিন এবং অন্যান্য ব্যাংকিং সুবিধাদি নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় হাজির হয়। সেবা গ্রহীতাগণ চেক/ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর মাধ্যমে সেখান থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। ভাতা বিতরণের ক্ষেত্রে প্রতি মহল্লার জন্য তারিখ নির্ধারণ করে নির্ধারিত তারিখে ভ্রাম্যমান ব্যাংক মহল্লায় গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে ভাতাভোগীগণ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসের মাধ্যমে ভাতা উত্তোলন করে থাকেন।। এ পর্যন্ত প্রায় ২০০০০ গ্রাহক যুক্ত হয়েছেন এ সেবায়।

“হাতের মুঠোয়, ঘরে বসে“ অনলাইন ডিজিটাল প্রাণিসম্পদ সেবা” “কাগজবিহীন অফিস ব্যবস্থাপনা” bdvets.com

প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সেবা পেতে ১জন সেবা গ্রহীতাকে ভেটেরিনারি হাসপাতালে আসতে হয় যদিও ভেটেরিনারি সার্জনগণ মোবাইলের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। কিন্তু যদি কারো কাছে মোবাইল নম্বরটি না থাকে তাহলে সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অপরদিকে সীমিত জনবল দিয়ে সর্বাধিক সেবা প্রদান করা কষ্টদায়ক। সেক্ষেত্রে এই মোবাইল app (bdvets.com) এর মাধ্যমে ঘরে বসেই মোবাইল কল, এসএমএস, অনলাইন,লাইভ ভিডিও কলের মাধ্যমে ভেটেরিনারি সার্জনের সেবা পেতে পারেন সেবা গ্রহীতারা। যেকারনে কাউকে যাতায়াত খরচ হ্রাস করে একজন ভেটেরিনারি সার্জন দিয়ে সর্বাধিক সেবা প্রদান করা সম্ভব। । এছাড়া এর মাধ্যমে সরাসরি খামার হতে ডিম, দুধ, মুরগী অনলাইনে কিনে খামারির পাশে দাড়িয়েছেন অনেকে।

অনলাইন ভিত্তিক যানবাহন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

জেলা প্রশাসন সুনামগঞ্জ এ জেলা ও উপজেলাসহ পুলের আওতায় ৩২ টি এবং সারা দেশে পুলের আওতায় প্রায় ১৬২০ টি গাড়ি রয়েছে। এসকল গাড়িতে শুধুমাত্র সুনামগঞ্জে প্রতি বছর প্রায় ৩ কোটি টাকার জ্বালানী ব্যয় খরচ হয়। সারা দেশে এ খরচ ৩০০ কোটির উপরে। এই বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয়ে যৌক্তিকতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা দুরহ। গাড়িসমূহের তথ্য হালনাগাদ সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা, অনাকাংখিত ব্যয় সংকোচন এবং যানবাহনের স্বচ্ছ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে JAVA প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ও mysql ডাটাবেস ব্যবহার করে এমন একটি এপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে যা গাড়িসমূহের একটি সার্বজনীন ডাটাবেস প্রণয়ন করবে, মাইলেজ ট্র্যাকিং করবে, গাড়ির জ্বালানী এবং আনুষঙ্গিক ব্যবহার্য ইনপুটের ব্যবস্থা থাকবে এবং ব্যবহার ভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থা থাকবে। এপ্লিকেশনটিতে কোন অফিসারের ব্যবহার করা গাড়ির মাসিক ফুয়েল তার জন্য নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করছে কিনা মনিটর করা যাবে, একটা পোস্ট সিলেক্ট করলে ওই পদে থাকা অফিসারগণ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কি পরিমান ফুয়েল খরচ করেছেন টা মনিটর করা যাবে। এছাড়া গাড়ির মাইলেজ ট্রাকিং করা যাবে, যেসকল গাড়ির মাইলেজ কম পাওয়া যাবে বা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাবে সেখানে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হবার সম্ভাবনা থাকায় যথাযথ মনিটরিং করা যাবে, এছাড়া ডাটাবেসে ড্রাইভার, অফিসার, মেইনটেইনেন্স খরচ হালনাগাদ থাকবে, ভবিষ্যতে জিপিএস সেন্সর ব্যবহারের মাধ্যমে ম্যানুয়াল ডাটা এন্ট্রি পরিহার করা হবে।

প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ইনোভেশন শোকেসিং-২০২২ এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন এবং বিজয়ী তিন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার প্রদান শেষে সভাপতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এরকম উদ্যোগ চালু রাখার জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী, দর্শনার্থী এবং অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।